মুমিনের গুণাবলী

হাফেজ মাওলানা আব্দুস সামাদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ
(মাওলানা উবাইদ)

দরসে কুরআন

মুমিনের গুণাবলী

হাফেজ মাওলানা আব্দুস সামাদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ

(মাওলানা উবাইদ)

অনুবাদ ও প্রকাশনা

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

হাফেজ মাওলানা আব্দুস সামাদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

মাওলানা হাফেজ আব্দুস সামাদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ জিহাদী অঙ্গনে "মাওলানা উবাইদ" নামে পরিচিত। তিনি হায়দারাবাদ-সিন্ধ এর টান্ডুজাম এলাকার অধিবাসী ছিলেন।

মাওলানা হাফেজ আব্দুস সামাদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ উপমহাদেশের মশহুর শহর লাহোরের একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা থেকে দরসে নেযামী শেষ করে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি পাকিস্তানের মাদারেসে আরাবিয়্যা'র বড় একটি ছাত্র সংগঠনের উচ্চপদস্ত একজন সদস্য ছিলেন। সমকালীন শিক্ষার পাশাপাশি তিনি একটি দ্বীনি ছাত্র সংগঠনের সিন্ধ প্রদেশের সেক্রেটারীও ছিলেন। মাওলানা যৌবনকাল থেকেই শুধুমাত্র বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও দাবীদাওয়াহ'র রাজনীতি ও গণতন্ত্রের প্রতি নাখোশ ছিলেন। সে সময় দ্বীনের দায়ী মুজাহিদ শাইখ আহসান আযীয শহীদ রহিমাহুল্লাহ তাকে জিহাদের দাওয়াত দেন।

প্রথমে তার সম্পর্ক ছিল শাইখ আহসান আযীয শহীদ রহিমাহুল্লাহ এর সাথে। পরবর্তীতে তার সম্পর্ক কায়েম হয় শহীদ আলেমে রব্বানী উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ এর সাথে। তিনি ছিলেন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পথিক, হাফেজ, আলেম ও দ্বীনের একজন দরদী দা'য়ী। গোত্রীয় ও সাংগঠনিক কট্টরতা থেকে তিনি ছিলেন পবিত্র। ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াতের উত্তম নমুনা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যান্ত বিনয়ী ও সহনশীল হৃদয়ের ব্যক্তিত্ব।

তার জিহাদী দাওয়াতের ডাকে পাকিস্তানের মাদ্রাসার ছাত্র ও অন্যান্য শিক্ষার্থীরা লাব্বাইক বলে সাড়া দিয়ে জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় শরীক হয়েছে। বেশ কয়েক বছর পূর্বে -যখন মাওলানা হাফেজ আব্দুস সামাদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ দাওয়াত ও জিহাদ এবং শরীয়ত বাস্তবায়নের বরকতময় কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। - এই বরকতময় কাজের কারণে পাকিস্তানী গোয়েন্দা বাহিনী তাকে গুম করে ফেলে। এরপর কিছু দিন পর তার ক্ষতবিক্ষত লাশ সিন্ধে হায়দারাবাদ-মিরপুর বিশেষ

মহাসড়কে ফেলে চলে যায়। আল্লাহ্ তা’আলা তার উপর রহম করুন এবং তাকে আম্বিয়া, সিদ্দীকিন, শুহাদা ও সালেহিনদের দলভুক্ত করুন। আমীন।

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه وبارك و سلم، أما بعد،

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের জন্য, সালাত, সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের উপর। অতঃপর-

বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম দয়ালু ও অসীম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١١)

"মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, (১) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র; (২) যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, (৩) যারা যাকাত দান করে থাকে (৪) এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। (৫) তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। (৬) অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। (৭) এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে। (৮) এবং যারা তাদের নামাযসমূহের খবর রাখে। (৯) তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। (১০) তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (১১)" (সুরা মুমিনুন ২৩:১-১১)

صدق الله العظيم و بلغنا رسوله النبي الكريم -صلي الله عليه و سلم- و نحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين و الحمد لله رب العالمين

মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন। তাঁর সম্মানিত নবী –সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এবং আমরা এ ব্যাপারে সাক্ষী ও শুকরগুযার। এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের জন্য।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের জন্য, যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও অতি মেহেরবান, কিয়ামত দিবসের মালিক। হে আল্লাহ! আমরা আপনার ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই, আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন; ঐ সকল লোকদের পথে, যাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ রয়েছে। ঐ সব লোকদের পথে নয়; যাদের ওপর আপনার গজব ও ক্রোধ অবতীর্ণ হয়েছে, এবং ঐ সকল লোকদের পথেও আমাদের পরিচালিত করবেন না, যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। হে আল্লাহ! আমাদের দোয়াকে কবুল করে নিন, আমীন।

আমরা দুরূদ পাঠ করছি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর।

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك و حبيبك سيدنا محمد نبي الأمي و على آله و أصحابه و بارك و سلم اللهم صل على جميع الأنبياء و المرسلين و على سائر الصحابة و التابعين أجمعين

"হে আল্লাহ! আপনি সালাত, সালাম ও বরকত বর্ষণ করুন আপনার বান্দা, আপনার রাসুল ও হাবিব, আমাদের নেতা উম্মি নবী মুহাম্মাদ-এর উপর। হে আল্লাহ! আপনি শান্তি বর্ষণ করুন সকল নবী ও রাসুলগণের উপর, সকল সাহাবা ও অনুসারীদের উপর। "

সূরা মু'মিনুনের প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। এই সূরার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের কয়েকটি গুণাবলীর কথা আলোচনা করেছেন।

প্রিয় সাথী ভাইয়েরা!

আয়াতের তরজমা ও তদসংশ্লিষ্ট আলোচনা শুরুর পূর্বে আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তা'আলার অনেক অনুগ্রহের কথা স্মরণ করছি, যেসব নেয়ামত তিনি আমাদের দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার

নেয়ামত, তাঁর দয়া ও ইহ্সান অপরিসীম। আল্লাহ্ তা‘আলা নিজেই এই কথা বলেছেন যে-

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

“যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না”। (সুরা ইবরাহিম ১৪:৩৪)

অর্থাৎ, হে মানব সকল! তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা‘আলার নেয়ামত এই পরিমাণ যে, কোন ব্যক্তি সকল নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে বা নেয়ামতের হক আদায় করবে; এটা তো অনেক দূরের বিষয়, যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে শুধু গণনা করতে চাও, তাহলেও তোমরা নেয়ামতসমূহ গুণে শেষ করতে পারবে না! আল্লাহ্ তা‘আলা কত নেয়ামত আমাদের দান করেছেন!!

আল্লাহ্ তা‘আলার সবচেয়ে বড় নেয়ামত হল, আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন এবং এক মহা মূল্যবান কালিমা, কালিমায়ে শাহাদাতাইন- **لا إله الا الله محمد رسول الله صلي الله عليه و سلم** - দান করেছেন, যে কালিমা কিয়ামতের দিন সব আমলের চেয়ে ভারি ও ওজনদার হবে।

নিঃসন্দেহে এটা আমাদের উপর আল্লাহ্ তা‘আলার অনেক বড় নেয়ামত, অনেক বড় অনুগ্রহ।

এটাও আমাদের উপর কম অনুগ্রহ নয় যে, আল্লাহ্ তা‘আলার নির্ধারণকৃত ফরজসমূহের মধ্য থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ, জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার তাওফিক আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের দান করেছেন। এই আমল এতোই বরকতময় ও মহামূল্যবান যে, শেষ জামানার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

" لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا "

“আল্লাহর রাস্তায়- জিহাদের ময়দানে- এক সকাল বা এক বিকাল বের হওয়া, দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে, সব কিছু থেকে উত্তম। (কিংবা বলেছেন, যা কিছু এই দুনিয়ার ওপর রয়েছে, এই সব কিছু থেকে উত্তম)”। (বুখারী-২৭৯২)

সুতরাং, এটা একমাত্র আল্লাহর তাওফিকেই সম্ভব হয়েছে যে, আমাদেরকে তিনি এই পথে বের করে এনেছেন।

গাযওয়ায়ে মুতা'র ঘটনা। যুদ্ধ কাফেলায় অন্যান্যদের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও পাঠানো হয়। জুম'আর দিন সকালে এই কাফেলা রওয়ানা করে। কিন্তু তিনি কাফেলাবাসীদের পিছনে রয়ে যান।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর নামাজে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন- *হে আব্দুল্লাহ! তোমাকে না (কাফেলার সাথে) পাঠিয়েছিলাম!?* তিনি বললেন- *ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি শুধু এই জন্য পিছনে রয়ে গেছি যে, জুমআর নামাজ আপনার সাথে, আপনার পিছনে আদায় করব! এবং জুম'আর নামাজ আদায় করার পর বের হব। কাফেলার গন্তব্য আমার জানা আছে, তাই আমি কাফেলার সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।* নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- *হে আব্দুল্লাহ! এই যমীনে যা কিছু আছে, তার সব কিছুও যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দাও, তাহলেও তুমি ঐ সকালের ফজিলত পাবে না, যা তোমার (থেকে ছুটে গেছে আর তোমার) সাথীরা পেয়েছে!*

আমার প্রিয় সাথী ভাইয়েরা!

চিন্তা করুন, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে কাফেলা এক সকাল আগে রওয়ানা হয়েছিল। উপরন্তু জিহাদ থেকে পিছু হটার কোন ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। তিনি তো কেবল নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে জুম'আর নামাজ আদায় করার জন্য কিছু সময় পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন, তাছাড়া তাঁর ইচ্ছা ছিল- তিনি দ্রুত গিয়ে কাফেলার সাথে শামিল হয়ে যাবেন। কিন্তু নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন- *হে আব্দুল্লাহ! এই জমিনে যা কিছু আছে, তার সব কিছুও যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দাও, তাহলেও তুমি ঐ সকালের ফজিলত পাবে না, যা তোমার (থেকে ছুটে গেছে আর তোমার) সাথীরা পেয়েছে!*

আরেকজন সাহাবীর ঘটনাও এমনই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যুদ্ধ কাফেলার সাথে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যোহর পর্যন্ত বিলম্ব

করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি শুধু এই জন্য বিলম্ব করেছি যে, আপনার নিকট আমি দু'আ চাইবো। আপনি আমার জন্য দু'আ করবেন; আপনার এই দু'আর মাধ্যমে কাফেলাবাসীদের থেকে আমার বেশি ফজিলত লাভ হবে! নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তুমি কি জানো, তোমার কাফেলাবাসী তোমার কত আগে বেড়ে গেছে? ঐ সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু (সরলভাবে) বললেন- হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাফেলা সকালে রওয়ানা হয়েছিল আর এখন দ্বিপ্রহর। সুতরাং, কাফেলা আমার চেয়ে মাত্র এক সকাল অগ্রগামী হয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- শুধু এক সকালের দূরত্ব নয়, বরং তারা তো তোমার চেয়ে পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধানের চেয়েও বেশি দূরত্বে জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হয়ে গেছে!

সুতরাং, আমার প্রিয় সাথী ভাইয়েরা,

আল্লাহ তা'আলার তাওফিকের মাধ্যমেই এটা সম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা এই আমলের জন্য বের হওয়ার তাওফিক দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই আমলের জন্য বের করেছেন, এটা আল্লাহ তা'আলার তাওফিকেই সম্ভব হয়েছে। এর জন্য আল্লাহ তা'আলার যতই শুকরিয়া আদায় করা হোক, যতই অনুগ্রহ স্বীকার করা হোক, আল্লাহ তা'আলার সামনে এই শুকরিয়া আদায় করার জন্য যত সিজদাই আদায় করা হোক, নিশ্চিত তা নিতান্তই কম হবে। আল্লাহ তা'আলার শোকর ও ইহসান যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমাকে এই রাস্তায় বের হওয়ার তাওফিক দান করেছেন। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি- হে আল্লাহ! এই কাফেলার সেনাপ্রধান, নবীয়ে রহমত, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাস্তায় তুমিই আমাদের বের করেছ, সুতরাং হে আল্লাহ! জান্নাতেও তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আমাদেরকে জায়গা দিও!!

আমার প্রিয় সাথী ভাইয়েরা!

এই নেক আমলের জন্য বের হওয়া আমাদেরকে ঐ জিনিসের আরও বেশি মুখাপেক্ষী করে, যা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে তাঁর নেক বান্দাদের সিফাত

হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আমরা সেই গুণগুলো অর্জন করার জন্যও চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ। সূরা মু'মিনুনের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1)

"মু'মিনগণ সফল হয়ে গেছে"। (সুরা মু'মিনুন ২৩:১)

যে গুণের আলোচনা করা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে যে জিনিসের উত্তরাধিকারী বানানোর সুসংবাদ দিচ্ছেন, স্পষ্ট বিষয় যে, মু'মিনরা ঐ জিনিসের উত্তরাধিকারী হবে(বা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে)। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তো এভাবে বলতে পারতেন যে, *মু'মিনরা সফল হয়ে যাবে, তাদের সফলতা মিলে যাবে।* অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(1)

"মু'মিনগণ সফল হয়ে গেছে"। (সুরা মু'মিনুন ২৩:১)

এখানে **ماضي** তথা অতীতকালীন ক্রিয়া ব্যবহার করে বলেছেন- *মু'মিনরা তো সফল হয়ে গেছে।* যা মুমিনদের সফলতা প্রাপ্তির নিশ্চয়তার প্রমাণ বহন করে।

মুমিনদের গুণ কী কী?

আল্লাহ তা'আলা মুমিন ও সফলতাপ্রাপ্ত লোকদের প্রথম সিফাত উল্লেখ করে বলেছেন,

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ(2)

"যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র;(তথা যারা নামাজে খুশু-খুযু অবলম্বন করে)"। (সুরা মু'মিনুন ২৩:২)

মু'মিন- ঐ সকল লোক, যারা সফল হওয়ার যোগ্য এবং তাদের প্রথম গুণ হল, তারা তাদের নামাজে খুশু-খুযু অবলম্বন করবে। নামাজ পড়া বা না পড়ার কোন বিষয় নয়; কারণ, এটা তো নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুফর ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্যকারী কাজ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ

তা’আলা এখানে বলেছেন, মু’মিন হল তারা, যারা নামাজে খুশু-খুযু অবলম্বন করে।

মানুষ নামাজ পড়ে; কিন্তু গাফলতির সাথে নামাজ পড়ে। নামায পড়া সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর প্রতি অমনোযোগী থাকে। এদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা‘আলা সূরা মাউনে বর্ণনা করেছেন -

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ(4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

“অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর;”। (সুরা মাউন ১০৭:৪-৫)

নামাজ পড়ে; কিন্তু গুরুত্বের সাথে পড়ে না। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে তাদের ব্যাপারে, যারা কেবল দায়িত্ব আদায় করার জন্য অমনোযোগিতার সাথে নামাজ আদায় করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন এমন নামাজ প্রত্যাশিত নয়, বরং এমনভাবে নামাজ আদায় করা কর্তব্য, যাতে খুশু-খুযু থাকবে।

আরবি خشوع-এর অর্থ ঝোঁকা। অর্থাৎ, এমন নামাজ, যাতে মানুষের স্বাধীনতা আল্লাহ তা‘আলার সামনে ঝুঁকে পড়ে। এমন নামাজ, যাতে মানুষের অন্তরও আল্লাহ তা‘আলার সামনে অবনত হয়। আল্লাহর সামনে অবনত মস্তকে নামাজ পড়তে হবে।

সাহাবায়ে কেরামের নামায

সাহাবায়ে কেরামের- রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর নামাজের মাঝে কত বড় ও কঠিন কঠিন বিষয় সামনে আসতো,(তা সত্ত্বেও তাঁরা নামাযে এতোটুকু অমনোযোগী হতেন না!) এ ধরণের ঘটনা তো অনেক রয়েছে। এক সাহাবী নামাজ পড়া অবস্থায় তাঁর শরীরে একটি তীর এসে বিদ্ধ হলো।

আরেক সাহাবীর শরীরে তীর বিদ্ধ হলো, কিন্তু তা বের করা যাচ্ছিল না। তো ঐ সাহাবী যখন নামাজে দাঁড়ালেন, তখন তার তীর টেনে বের করা হলো; অর্থাৎ নামাজরত অবস্থায় নামাজ ব্যতিত অন্য কোন ধ্যান-খেয়ালই তাঁর ছিল না!

এই ধরনেরই আরেকটি ঘটনা। এক সাহাবী নামাজে দাঁড়িয়েছেন, এমতাবস্থায় তার ঘরে একটি সাপ আসলো, এ নিয়ে ছোট বাচ্চারা হট্টগোলের সৃষ্টি করলো। অথচ তাঁর কোন খবরই নেই যে এমন গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় ঘটে গেছে!

অতএব, এভাবেই নামাজে মানুষ সবকিছু থেকে বেখবর-উদাসীন ও অমুখাপেক্ষী হয়ে শুধু আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। যেমনটি –প্রসিদ্ধ হাদিস-হাদিসে জিবরীলে বর্ণিত হয়েছে। জিবরীল আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন- ইবাদতে ইহসান কোন জিনিসের নাম? নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

أن تعبد اللهَ كأنك تراه

"তুমি এমনভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাচ্ছো"। (বুখারী-৪৭৭৭)

এরপর বললেন-

فإن لم تكن تراه، فإنه يراك

"যদি এভাবে ইবাদাত করা তোমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত এতোটুকু বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দেখছেন"। (বুখারী-৪৭৭৭)

সুতরাং, এভাবেই তোমার নামায পড়া জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাকে দেখছেন।

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ(2)

"মুমিন সফল হয়ে গেছে, এরা ঐ সকল লোক যারা নামাজে 'খুশু খুযু' অবলম্বন করে"। (সূরা মু'মিনুন ২৩: ১-২)

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল কেমন ছিল?

এক হাদিসে এসেছে, আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُوْمُ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ.

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে এত অধিক সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফেটে যেতো। 'আয়েশা(রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্ তো আপনার আগের ও পরের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তবু আপনি কেন তা করছেন? তিনি বললেন, 'আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করব না'?

তাঁর মেদ বর্ধিত হলে তিনি বসে সালাত আদায় করতেন। যখন রুকু করার ইচ্ছে করতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরাত পড়তেন, তারপর রুকু করতেন"। (বুখারী-৪৮৩৭)

অর্থাৎ নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রে এই পরিমাণ নামাজ পড়তেন যে, তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত, গরম হয়ে যেত। বেশি ফুলে যাওয়া ও গরম হয়ে যাওয়ার কারণে ঠোস পড়ে যেত, এই পরিমাণ আল্লাহর সামনে কিয়াম করতেন, এই পরিমাণ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন! হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এই পরিমাণ কিয়াম কেন করেন! অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনার আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন!? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন-

(أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا)

"আমি কি এটা পছন্দ করব না যে, আমি শোকরগুজার বান্দা হয়ে যাই!"(বুখারী-৪৮৩৭)

আল্লাহ্ তা‘আলার শোকর আদায় করার জন্য রাতভর আল্লাহর সামনে কিয়াম ও সালাত আদায় করতে থাকা, মুমিনদের এই গুণই আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করে বলেছেন-

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে”। (সুরা সাজদা ৩২:১৬)

অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা‘আলাকে ভয়ও করে, আবার আল্লাহ তা‘আলার কাছে তাঁর রহমতের আশাও রাখে।

মু’মিনের অবস্থা হল:

الإيمان بين الخوف و الرجاء

“আল্লাহকে ভয় করা, সাথে সাথে আশাও রাখা- এটাই হল ঈমানদারের অবস্থা”।

মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ তা’আলা বলেন-

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

“এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে;”। (সুরা ফুরকান ২৫:৬৪)

অর্থাৎ মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ তা‘আলার সামনে দন্ডায়মান হয়ে এমনভাবে সালাত আদায় করে যে, পুরো রাত আল্লাহর সামনে সিজদা ও কিয়ামে নিজেকে মিটিয়ে দেয়, তাদের পুরো রাত আল্লাহর সামনে সিজদা ও কিয়ামে কেটে যায়।

সুতরাং হে আমার প্রিয় সাথী ভাইয়েরা!

চিন্তা করুন যে, কেমন কিয়াম ও সালাত, কেমন আবেগী শোকর! নিজের গুনাহের ওপর কেমন অপমান সূচক অনুভূতি! সর্বোপরি আল্লাহর ইবাদতের কেমন অনুভূতি!! আল্লাহ তা‘আলা এই সব কিছুর তাওফিক আমাদের সকলকে

দান করুন। আল্লাহর সামনে দীর্ঘ রাত ধরে কিয়াম করতে থাকা, নিজের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হওয়া এবং-নিম্নের এই আয়াতের আলোকে- আসমান ও জমিন সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করতে থাকা, এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার তাওফিক ও অনুগ্রহেই সম্ভব।

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে,(তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও"। (সুরা ইমরান ৩:১৯১)

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, মানুষ বলে যে, শীতকালীন রাত্র অনেক লম্বা হয়, অনেক দীর্ঘ হয়। রাত্র শেষ হতে চায় না। কিন্তু তিনি বলেন, যখন আমরা সিজদা করি সিজদা শেষ হয় না, সিজদা শেষ হওয়ার আগেই রাত শেষ হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ(2)

"মু'মিনগণ নিজেদের নামাজে খুশু-খুজু অবলম্বন করে"। (সূরা মু'মিনুন ২৩: ২)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ(3)

"এবং যারা অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকে"। (সূরা মু'মিনুন ২৩: ৩)

মোটকথা মু'মিন অনর্থক-বেহুদা ও গুনাহের কথা থেকে বেঁচে থাকে।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত যে, একবার তাঁর সাথীরা তাকে দেখল যে, হযরত আমীরুল মু'মিনীন নিজের জিহ্বা ধরে টানতেছেন। এক আশ্চর্য কাজ। লোকেরা দেখে জিজ্ঞাসা করলো, 'আমিরুল

মু’মিনীন! আপনি এ কী করছেন’? তিনি বললেন, ‘হে লোকেরা! আমি ভয় করি যে, এই যবানের জন্য মানুষকে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই যবান চলতে থাকে, মানুষ নিজের যবানকে নিয়ন্ত্রণ করে না। একটু ভেবে দেখে না যে, নিজের যবান দিয়ে সে কী বলছে, যবান দিয়ে কী শব্দ উচ্চারণ করছে! কখনো নিজের যবান দিয়ে কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, কাউকে তিরস্কার করে, কখনো নিজের যবান দিয়ে– আল্লাহ্ হিফাজত করুন- কারো গীবত করতে থাকে। মানুষের এই যবান যত বেশি চলবে, সে যত বেশি কথা বলবে, এসব তার জন্য তত বেশি পাকড়াও ও ধরাশায়ী হওয়ার কারণ হবে। এই জন্য নিজের কথাবার্তা, চালচলন ও কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে খুব বেশি সতর্ক থাকা চাই।

আপনারা সমাবেশে মানুষদেরকে দেখবেন, যখন খুশির কোন কথা হয়, তখন আওয়াজ করে হাসতে থাকে। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে; যাকে ফিকহের কিতাবে মাকরুহ লেখা হয়েছে।

এর বিপরীতে মুচকি হাসিকে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকা বলে উল্লেখ করেছেন। এটা এক মু’মিনের পক্ষ থেকে আরেক মু’মিনের জন্য সদকা। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশি মুচকি হাসতেন।

এক সাহাবী নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুচকি হাসির বিবরণ দিয়ে বলেন- নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পরিমাণ মুচকি হাসতেন যে, তাঁর সামনের দু’পাশের ‘আনিয়াব’ দাঁত পর্যন্ত দেখা যেতো।

তবে আওয়াজ করে হাসা এবং সব রকমের অনর্থক ও বেহুদা কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা মু’মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা হুজুরাতের ৫টি বড় আয়াতে এই ব্যাপারে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম”। (সুরা হুজুরাত ৪৯:১১)

আমাদের তো জানা নেই কার আমল কেমন? কার লেনদেন কেমন? কার কোন আমল ও অভ্যাস আল্লাহর কাছে প্রিয়? কার কোন ইবাদাত তাকে আল্লাহর কাছে দামী করে দিয়েছে? এই জন্য কেউ যেন কাউকে নিয়ে বিদ্রূপ না করে।

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

“তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না”। (সূরা হুজুরাত ৪৯:১১)

بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

“কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ”। (সূরা হুজুরাত ৪৯:১১)

কুফরী, ফাসেকী বা পাপের কাজে কারো নাম বা প্রসিদ্ধি হয়ে যাওয়া, এটা অনেক বড় গালি।

গালি দেওয়া, যেমন সে মিথ্যা বলে বা গীবত করে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, এটা খুব নিন্দনীয় বিষয়। আল্লাহ তা‘আলা এ সমস্ত বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

মুসলমানদের মাঝে পারস্পারিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ কী?

প্রিয় সাথী ভাইয়েরা! এটা চিন্তা করুন যে, মুসলমানদের মাঝে পারস্পারিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ কী?

কেউ কাউকে তিরস্কার করল, কেউ কাউকে গালি দিল, কেউ কারো গীবত করলো বা কারো সাথে বিদ্রূপাত্মক আচরণ করলো, মূলত এসবের দ্বারাই মুসলমানদের পারস্পারিক সুসম্পর্ক নষ্ট হয়, তাদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তা'আলা সব মুসলমানকে উদ্দেশ্য করে- বিশেষ করে যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয় এবং অবস্থা খুব গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়-তাদেরকে বলেছেন-

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

"আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে"। (সুরা আনফাল ৮:৪৬)

এটা এ জন্য বলেছেন যে, এটা একটি মৌলিক বিষয়। এই ঝগড়া-ফাঁসাদের দ্বারা পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ না করুন, এতে করে তোমাদের শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে। এই জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশেষ করে জিহাদে বের হওয়া লোকদেরকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তাতে খুব বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

"মুমিনরা সকল প্রকার বেহুদা কাজ থেকে বিরত থাকে"। (সূরা মু'মিনুন ২৩:৩)

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

"এবং যাকাত আদায় করে, তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধি করে"। (সূরা মু'মিনুন ২৩:৪)

এখানে যাকাত-এর দ্বারা সম্পদের যাকাত যেমন উদ্দেশ্য, ঠিক তদ্রূপ নফসের তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধিও উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, মুমিনগণ নিজেদের আমলের তাযকিয়া করে, নিজেদের নিয়তের তাযকিয়া করে। প্রত্যেক কাজের মাঝে তাযকিয়া ও খালেস নিয়ত থাকতে হবে।

যেসকল নেক কাজ আমরা করি, সব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করা চাই। যদি এই পরিশুদ্ধ নিয়ত না থাকে, তাহলে দেখা যাবে, পরকালে একজন ব্যক্তি অনেক নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- হাদিসের সারাংশ – যে, তার সকল আমল তার মুখে নিক্ষেপ করা হবে, প্রত্যাখ্যান করা হবে।

(কিয়ামত ও বিচার দিবসে) কোন ব্যক্তি এসে বলবে, হে আল্লাহ! আমি অমুক রাস্তায় কাজ করেছি, অথবা অমুক কাজ করেছি...

এক হাদিসে আছে, এক দানশীল আসবে; যে দুনিয়াতে অনেক সম্পদ দান করেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি কি করেছ? সে বলবে- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সম্পদ দিয়েছিলেন, আমি তা আপনার এই এই পথে খরচ করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন- তুমি আমার রাস্তায় খরচ করনি; বরং তুমি তো এই জন্য খরচ করেছিলে যে, মানুষ বলে বেড়াবে- তুমি বড় দানশীল! তুমি আল্লাহর রাস্তায় অনেক সম্পদ খরচকারী, আর এর জন্য মানুষেরা তোমাকে যা বলার ছিল, তা বলে ফেলেছে। (সুতরাং, আজ তুমি এর জন্য কোন প্রতিদান পাবে না।)

এমনিভাবে কেউ জিহাদ করেছে বা শহীদ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার আমল সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলবে- হে আল্লাহ! আমি তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছি, জীবন দিয়েছি। আল্লাহ বলবেন- তুমি আমার রাস্তায় জীবন দাওনি; বরং তুমি তো এই জন্য জীবন দিয়েছ যে, যেন বলা হয় সে বড় বাহাদুর; মানুষ যেন তোমার নাম নিয়ে বলে যে, সে এভাবে আল্লাহর রাস্তায় জান দিয়েছে!... তুমি মানুষকে দেখানোর জন্য এমনটা করেছ। যা তুমি দেখিয়েছ, মানুষ তা বলেছে, সুতরাং আজ তোমার জন্য কোন প্রতিদান নেই।

হাদিসের মধ্যে এসব বিবরণ বিবৃত হয়েছে, যা কিয়ামতের দিন সামনে আসবে। সুতরাং সবচেয়ে বুনিয়াদী জিনিস হল, নিয়তের পবিত্রতা। অর্থাৎ, মানুষ যা-ই করবে, তা একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে।

এক হাদিসে এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন- এক ব্যক্তি নিজ আত্মমর্যাদাবোধ ও জাতীয়তাবাদের জন্য লড়াই করে। আরেকজন এই জন্য লড়াই করে যে, মানুষ যেন তাকে বাহাদুর বলে, চারদিকে তার বীরত্বের প্রশংসা হতে থাকে। আর তৃতীয় ব্যক্তি যুদ্ধ করে এই উদ্দেশ্যে যে, যেন আল্লাহর কালিমা উঁচু হয়ে যায়। এই তিন ব্যক্তির মধ্য থেকে

কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে? নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"আল্লাহর বাণী বিজয়ী করার জন্য যে যুদ্ধ করে তার লড়াই আল্লাহর পথে হয়"। (বুখারী-১২৩)

সেই ব্যক্তি যুদ্ধ করে কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহর কালিমা জমিনের বুকে উঁচু হয়ে যায়, তার কাজটাই মূলত আল্লাহর পথে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে।

অতএব, আমার প্রিয় সাথী ভাইয়েরা!

লক্ষ করুন নিজেদের নিয়তের উপর, নিজেদের নিয়তের হিসাব নিন। কারণ, শয়তান প্রথমে চায় যে, মানুষকে নেকীর কাজ থেকে বিরত রাখতে, যেন মানুষ নেকীর কাজ না করে, নেকীর দিকে না যায়। যখন মানুষ শয়তানের কথা অমান্য করে, শয়তানকে অপদস্থ করে দিয়ে নেকীর রাস্তায় চলতে থাকে, তখন শয়তান পুনরায় চায়, কোনভাবে তার নিয়তের মাঝে গড়মিল সৃষ্টি করে দিতে। কেননা, সে যে আমল করছে, তা যত বড় নেক আমলই হোক না কেন, যদি নিয়তের মাঝে খারাবী সৃষ্টি করে দেওয়া যায়, তাহলে তার এই আমল বাতিল হয়ে যাবে।

এক ব্যক্তি নিজের ঘর থেকে বের হলো এবং নানামুখী কুরবানি পেশ করতে থাকলো। এমনকি বাহ্যত সে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেলো। কিন্তু এটা কত বড় দুর্ভাগ্য ও বদনসিব যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি এই জন্য জিহাদ করনি যে, দুনিয়ার বুকে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত হোক। তুমি এই জন্য জীবন দাওনি যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন; বরং তোমার তো অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল!

আমার প্রিয় সাথীগণ!

আমাদের সকলেরই এই চেষ্টা-ফিকির চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন যে, আমরা রিয়াকারী এবং শয়তানের এসব কুমন্ত্রণা থেকে নিজের আমলকে রক্ষা করাবো। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে-

" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "

কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে- তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে জন্যে, সে হিজরত করেছে। (বুখারী-১)

অর্থাৎ যে আল্লাহর জন্য হিজরত করে, তা আল্লাহর জন্যই। আর যে দুনিয়ার জন্য হিজরত করে কাউকে বিয়ে করার জন্য, তাহলে তার হিজরত সেজন্যই হবে, যার উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

নিয়তের পবিত্রতা, আমলের পবিত্রতা এবং সম্পদের পবিত্রতাও হবে যাকাতের মাধ্যমে।

এর পরে আল্লাহ বলেছেন

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)

“মুমিন তারা, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে”। (সূরা মু’মিনুন ২৩: ৫)

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি লোকেরা আমাকে দুইটি জিনিসের জামানত দেয় -হাদিসের সারাংশ- যদি লোকেরা আমাকে দুইটি জিনিসের জামানত দেয়, যথা- ১. যা দুই চোয়ালের মাঝখানে থাকে,(অর্থাৎ তার জবান) এবং ২. যা দুই রানের মধ্যখানে থাকে,(অর্থাৎ লজ্জাস্থান) তাহলে আমি নিজে তার জান্নাতের জামানত দিব।

এজন্যই বলা হয়েছে, মু’মিনদের গুণ হল- তারা নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6)

“তবে তাদের স্ত্রীগণ ও তাদের বাদীরা ব্যতীত। এতে তাদের কোন তিরস্কার নেই”। (সূরা মু’মিনুন ২৩: ৬)

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন-

وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

“অশ্লীল জিনিসের নিকটবর্তীও হবে না; চাই তা প্রকাশ্য হোক বা গোপন হোক”। (সুরা আন’আম ৬:১৫১)

লজ্জাশীলতা, এটা মু’মিনের একটি উল্লেখযোগ্য পুঁজি। সুতরাং, যদি লজ্জাশীলতাই চলে যায়, লাজ-লজ্জা মানুষের কাছ থেকে শেষ হয়ে যায়- আল্লাহ্ না করুন- তখন মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদিসে ইরশাদ করেন-

إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَافْعَلْ مَا شِئْتَ

“যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই কর।”(বুখারি-৩৪৮৩)

মানুষ যখন লজ্জাহীনভাবে চলাফেরা করতে থাকে, তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। কোন কিছুরই পরোয়া করবে না। তখন তার জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়। এই জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা মুমিনদের একটি গুণ বর্ণনা করেছেন, যারা আল্লাহ্ তা‘আলা যা হালাল করে দিয়েছেন- অর্থাৎ, হালাল স্ত্রী ও বাদী- তা দিয়েই নিজের প্রয়োজন পূরণ করবে; এ ছাড়া বাকী সব বিষয়ে লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে।

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(7)

“এতদসত্ত্বেও যারা ভিন্নপন্থা বেছে নেবে, তারাই হচ্ছে সীমালঙ্ঘনকারী”। (সূরা মু’মিনুন ২৩: ৭)

তা ছাড়া যে অশ্লীল কোন কাজে লিপ্ত হবে, তার ওপর শরীয়ত প্রবর্তিত হদ প্রয়োগ করা হবে।

এরপর পরবর্তী গুণ বর্ণনা করে বলা হচ্ছে-

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ(8)

“তারা নিজেদের আমানতের হেফাজত করে এবং তারা তাদের ওয়াদার প্রতি যত্নবান”। (সূরা মু’মিনুন ২৩: ৮)

আমানতের খেয়ানত করা, এমনিভাবে কথার মাঝে মিথ্যা বলা ও ঝগড়ার সময় রাগের মাথায় গালি ও অশ্লীল কথা বলাকে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকের আলামত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

এক হাদিসে এসেছে, মুনাফিকের আলামত তিনটি, যথা-

১. **إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ** যখন সে কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে। মিথ্যা বলা, এটা একটা নিন্দনীয় অভ্যাস। এই মিথ্যা বলার তিরস্কার করা হয়েছে।

২. **وإذا وعد أخلف** যখন সে ওয়াদা করে, তখন তা ভঙ্গ করে।

৩. **وإذا اءتمن خان** যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, তখন সে তার খেয়ানত করে।

অন্য হাদিসে চারটি আলামত বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বের তিনটি বর্ণনা এবং চতুর্থটি হল- **وإذا خاصم فجر** যখন তার সাথে কারো বিবাদ হয়, তখন সে গালি দেয়, অশ্লীল কথাবার্তা বলে।

এরপর হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- যার মাঝে এই অবস্থাগুলো পাওয়া যাবে, সে মুনাফিক; যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং নিজেকে মুমিন মনে করে। তো আয়াতে বলা হয়েছে, মু’মিন সেই ব্যক্তি, যে আমানতের হিফাজত করে এবং নিজের হক পূর্ণ করে।

সবশেষে আবার আল্লাহ তা‘আলা নামাযের কথা উল্লেখ করে বলেন-

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ(9)

“মুমিন তারাই, যারা নিজেদের সালাতের প্রতি যত্নবান থাকে”। (সূরা মু’মিনুন ২৩: ৯)

আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম নামাজের সাথে সম্পর্কিত গুণ উল্লেখ করে বলেছেন- “যারা নিজেদের নামাজে খুশু’ খুযু’

অবলম্বন করবে।” আবার নামাজের সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি গুণ দিয়েই এই আলোচনা সমাপ্ত করছেন।

অর্থাৎ, মু’মিন সে, যে তার নামাজের হিফাজত করে, নামাজের মধ্যে অলসতা করে না, নামাজে গাফলতি করে না, নামাজে অমনোযোগী থাকে না। বরং নামাজের হেফাজত করে, নামাজ তার সময়মত আদায় করে। জামাতের সাথে নামায আদায় করে। তাকবীরে উলার সাথে আদায় করে। নামাজের পূর্বেই নামাজের জন্য অপেক্ষা করে। নামাজের জন্য ভালভাবে অযু করে। এটাই হচ্ছে নামাজের হেফাজত।

নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকা। যেই পরিমাণ সময় সে নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে যেন সেই পরিমাণ সময়ে সে নামাজই পড়ছে!

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

“অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব”। (সুরা বাকারা ২:৪৫)

এভাবে নামাজ পড়া মুনাফিকের জন্য অনেক কষ্টকর, এটা অনেক কঠিন কাজ; কিন্তু যারা আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করে, তাদের জন্য নামাজ কষ্টকর নয়, কঠিন নয়।

মুনাফিকদের একটি অবস্থা আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেছেন এভাবে-

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى

“তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিল ভাবে”। (সুরা নিসা ৪:১৪২)

অর্থাৎ যখন তারা নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায়, তখন অলসতা করে, অলসভাব নিয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এর বিপরীতে যারা খুশু’ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করে, তাদের কাছে নামাজ কষ্টকর মনে হয় না।

নামাজের খুব গুরুত্ব এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ্ তা‘আলা প্রথম গুণও বর্ণনা করেছেন নামাজ সংশ্লিষ্ট, শেষ গুণও বর্ণনা করেছেন নামাজ সম্পর্কিত। যখনই মানুষ অবসর থাকবে,(ফরজ নামাজের বাইরে) আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে সম্পর্ক করার জন্য নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে। নামাজ আল্লাহ্র সাথে কথা বলার একটি মাধ্যম, নামাজ আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন কিছু আদায় করার মাধ্যম।

কেউ কেউ বলেছেন-

الصلاة معراج المؤمن

“নামাজ মু’মিনের জন্য মে’রাজ তথা আল্লাহ্র সাথে নির্জন সাক্ষাৎ”।

তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজকে **قرة عين** তথা চক্ষু শীতল ও অন্তর প্রশান্তকারী বলে সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদের এই সকল গুণাবলী বর্ণনা করার পর ঘোষণা করছেন-

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ(10)

“তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে”। (সুরা মু’মিনুন ২৩:১০)

যারা নিজেদের মধ্যে এই গুণগুলো অর্জন করবে – তারাই হচ্ছে ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকারী। কীসের উত্তরাধিকারী? আল্লাহ্ তা‘আলা বলছেন-

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(11)

“তারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী। তারা তাতে চিরকাল থাকবে”। (সুরা মু’মিনুন ২৩:১১)

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে, সকল মুজাহিদদের মাঝে এবং সর্বোপরি পুরো উম্মতের মাঝে এই গুণগুলো অর্জন করিয়ে দাও।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফিরদাউস হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু স্তরের জান্নাত; যেখান থেকে জান্নাতের সকল নহর প্রবাহিত হয়েছে।

এজন্যই এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তোমরা যখন জান্নাত প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউস প্রার্থনা কর। মানুষের কাজ শুধু চাইতে থাকা; দানকারী সত্তা তো হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। অতএব, মানুষ নিজের জন্য বড় জিনিস চাইবে।

এক সাহাবী নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন - হে আল্লাহর রাসূল! আমার গুনাহ অনেক বেশি! নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বরং তুমি(দু'আর মাঝে) এটা বল যে, নিশ্চয় তোমার ক্ষমা আমার গুনাহ থেকে বেশি, হে আল্লাহ আমি তোমার রহমতের ওপর ভরসা করি। ঐ সাহাবী আবারো বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার গুনাহ অনেক বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একথাই বললেন যে, তুমি এটা বল- হে আল্লাহ! তোমার মাগফিরাত(ক্ষমা) আমার গুনাহ থেকে বেশি। আমার আমল নাই, আমি তোমার রহমতের ওপর ভরসা করছি। সাহাবী তৃতীয়বারও আগের মতোই বললেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও উপরোক্ত কথাই বললেন। এরপর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- আল্লাহ তা'আলা তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এমনই ক্ষমাকারী সত্তা আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং, আল্লাহ তা'আলার কাছে বড় জিনিস চাও। আর যখনই আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু চাইবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউস চাও। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"মু'মিনগণ জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী, তারা তাতে সর্বদা থাকবে"। (সুরা মু'মিনুন ২৩:১১)

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট দোয়া করি- হে আল্লাহ! মুমিনদের এই সকল গুণাবলী আমাদের মধ্যে অর্জন করার তাওফিক দান করুন, এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান ও সফলতা দান করুন, আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিন, আল্লাহুম্মা আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

وأخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام علي سيدنا محمد

وعلي أله وأصحابه اجمعين أمين برحمتك يا ارحم الراحمين

****